سورة الضحى

সূরা যোহা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১ ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ﴿١﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾ وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ

مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا

تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি ? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না ; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে--- এক. আক্ষরিক অর্থাৎ পুরোপুরি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। কেননা, রাত্রিতে অন্ধকার আস্তে আস্তে বাড়ে এবং কিছু রাত্রি অতিবাহিত হলে পর তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দুই. রূপক অর্থাৎ প্রাণীকুলের নিদ্রামগ্ন হয়ে যাওয়া এবং চলাফেরা ও কথাবার্তার আওয়ায থেমে যাওয়া। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে) আপনার পালনকর্তা

আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি। (কেননা, প্রথমত আপনি এরূপ কোন কাজ করেন নি। দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আচরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আপনি কাফিরদের বাজে কথায় ব্যথিত হবেন না। ওহীর আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব দেখে তারা বলতে শুরু করেছে ঃ আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেছেন। কাফিরদের এই প্রলাপোক্তির মুকাবিলায় আপনি পূর্ববৎ ওহীর সম্মান দ্বারা ভূষিত হবেন। এ সম্মান তো আপনার জন্য ইহকালে) আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (সুতরাং সেখানে আপনি আরও বেশী সম্মান ও নিয়ামত পাবেন)। আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে (পরকালে প্রচুর নিয়ামত) দান করবেন, অতঃপর আপনি (এ দান পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন। [শপথের বিষয়বস্তুর সাথে এ সুসংবাদের সম্পর্ক এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বাহ্যত দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন এনে তাঁর কুদরত ও হিকমতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন, অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও তেমনি বুঝতে হবে। সূর্য-কিরণের পর রাত্রির আগমন যদি আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির দলীল না হয় এবং এতে প্রমাণিত না হয় যে, এরপর কখনও দিবালোক আসবে না, তবে কয়েক দিন ওহীর আগমন বন্ধ থাকলে এটা কিরূপে বোঝা যায় যে, আজকাল আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত পয়গম্বরের প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন! ফলে ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন? এরূপ বলার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও অপার রহস্য সম্পর্কে আপত্তি তোলা যে, তিনি পূর্বে জানতেন না তাঁর মনোনীত পয়গম্বর ভবিষ্যতে অযোগ্য প্রমাণিত হবে (নাউযু-বিল্লাহ্)। অতঃপর কতক নিয়ামত দ্বারা উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে]। আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পান নি? অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। [মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ্ (সা) পিতৃহীন হয়ে যান। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দাদাকে দিয়ে তাঁর লালন-পালন করান। আট বছর বয়সে মাতারও ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি পিতৃব্যের লালন-পালনে আসেন। আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এটাই]। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বেখবর পান, অতঃপর (শরীয়তের) পথপ্রদর্শন করেছেন।

(যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ—ওহীর পূর্বে শরীয়তের তফসীল জানা না থাকা কোন দোষ নয়)। তিনি আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন অতঃপর ধনশালী করেছেন। [খাদীজা (রা)-র অর্থ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বে ব্যবসা করেন এবং মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি শুরু থেকেই নিয়ামত-প্রাপ্ত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমি যখন এসব নিয়ামত আপনাকে দিয়েছি, তখন] আপনি (এর কৃতজ্ঞতায়) ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা করবেন না, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না (এটা কার্যগত কৃতজ্ঞতা।) এবং আপনার পালনকর্তার (উপরোক্ত) নিয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে অবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন ঃ

هل انت الا اصبع دميت
وفى سبيل الله ما لقيت

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহ্‌র পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রা)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার কথা আছে---ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى---এখানে اخرة ও اولى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নিয়ামত দান করা হবে। এখানে اخرة কে শাব্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা ; যেমন اولى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে

জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে।---(কুরতুবী) হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবূল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন ঃ رضيت يا محمد হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি ? আমি আরয করব ঃ يارب رضيت হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি সন্তুষ্ট। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ---অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ--এরপর তিনি দু'হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন ঃ اللهم امتى امتى আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করলেন ঃ (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জওয়াবে তিনি বললেন ঃ আমি আমার উম্মতের মাগফিরাত চাই। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন ঃ যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফিরদের বলাবলির জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঃ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ—এটা প্রথম নিয়ামত।

অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করে-ছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, যদ্দ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবূ তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ — ضال শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত ঃ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা)-র ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ — قهر শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলক-ভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একা-রণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়।—(মাযহারী)

দ্বিতীয় নির্দেশ ঃ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ — نهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং سائل-এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েয।

তৃতীয় নির্দেশ ঃ تحديث—وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্ তা'আলারও শোকর আদায় করে না।---(মাযহারী)

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা, যে জনসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞতার হক আদায় করে দেয়।---(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হল তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে ব্যয় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর হল শারীরিক শক্তিকে আল্লাহ্র ফরয কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হল অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া।---(মাযহারী) .

০ সূরা যোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে এই তকবীর হল ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ---(মাযহারী)

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (র) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।---(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কোরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।
